দৈনিক ইনকিলাব

1 8 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ... ৬ ...

আরো ৬ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বাতিল হয়ে যাওয়া পরীক্ষা আবার আগস্টে হবে

সালাহউদ্দীন বাবলু ।। প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং ব্যাপক নকলের অভিযোগে বাতিল করা প্রাইমারী স্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা আগামী আগস্ট মাসের ৯ অথবা ২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে এ দু'টি সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করে এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বাতিলকৃত পরীক্ষা আবার নতুন প্রশ্নপত্রে পুনরায় গ্রহণের ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে দু'ধরনের প্রস্তাব দিয়ে বলা হয়েছে, আগের নিয়মে একই প্রশ্নপত্রে সারাদেশে ৬১টি জেলায় এই পরীক্ষা গ্রহণ করতে হলে অন্তত এক মাসের সময় নিয়ে আগস্টের প্রথমার্ধের কোন এক শুক্রবারেই তা নেয়া সম্ভব। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে ভবিষ্যতে আরো সতর্কতা অবলম্বন করতে হলে ৬টি বিভাগের জন্য ৬টি আলাদা আলাদা সেট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আগস্টের শেষ সপ্তাহের আগে এই পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হবে না। এ অবস্থায় মন্ত্রণালয় এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসহ প্রয়োজনীয় অনুমতি না দিলেও

৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বাতিল পরীক্ষা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

অর্থসংস্থান সাপেক্ষে তারা এবার একাধিক সেটে অর্থাৎ ৬ বিভাগের জন্য ৬ ধরনের প্রশ্নপত্রে এই পরীক্ষা নিতে আগ্রহী বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুনভাবে আবার লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের অনুমতি দিলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের বিশেষজ্ঞরা এক বা একাধিক সেটে নতুন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা বিজি প্রেসে ছাপার ব্যবস্থাসহ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পরীক্ষার নতুন তারিখ ঘোষণা করবে। এজন্য আগামী তিন থেকে ছয় সপ্তাহের আগে এই পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া নতুন করে পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারেও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর আবার বড় ধরনের অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে পড়েছে। সারাদেশের সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোর সাড়ে ৮ হাজার সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদে ৩ লাখ ৩৩ হাজার ২৭৭ জন প্রার্থীর নিয়োগ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সর্বমোট প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকার বাজেট থাকলেও বাতিল ঘোষিত গত ১৪ জুনের পরীক্ষার জন্য ইতিমধ্যেই প্রায় পৌনে ২ কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। এখন প্রার্থীদের কাছ থেকে পুনরায় কোন ফি না নিয়ে আবার ঐ পরীক্ষা দ্বিতীয়বারের মত গ্রহণ করতে হলে প্রায় দেড় কোটি থেকে ২ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতিতে পড়তে হবে। এ টাকা কোথেকে আসবে তা এখনও ঠিক হয়নি। এ অবস্থায় ৬ বিভাগের জন্য একাধিক সেটে নতুন পরীক্ষা গ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কারণ এতে খরচ অনেক বেড়ে যাবে। ফলে এবারও সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রেই পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক।

সারাদেশের ৬১টি জেলায় (৩ পার্বত্য জেলা ব্যতীত) গত ১৪ জুন অনুষ্ঠিত সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় সর্বমোট ৩ লাখ ৩৩ হাজার ২৭৭ জন বৈধ প্রার্থীর মধ্যে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ২ লাখ ৮৯ হাজার ১৯২ জন। এর মধ্যে নকলের কারণে বহিষ্কার হয় মোট ৮৩২ জন। পরীক্ষার আগেই অন্তত ১৬টি জেলায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেলে এবং প্রাথমিক তদন্তে তা প্রমাণিত হলে সরকার সারাদেশের পরীক্ষাই বাতিল ঘোষণা করে। বর্তমানে সরকার একটি গোয়েন্দা সংস্থাকে দিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি তদন্ত করাচ্ছে। সরকার এ ঘটনায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের একজন সহকারী পরিচালককে প্রত্যাহার এবং অধিদফতরের মহাপরিচালককেও সম্প্রতি নায়েমে বদলি করেছে। উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রকাশকালে সারাদেশে রাজস্ব খাতে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার শূন্য পদ থাকলেও বর্তমানে তা প্রায় আরও ১ হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এ বছরের শেষ নাগাদ যখন সহকারী শিক্ষক পদে চূড়ান্ত নিয়োগ হবে তখন সাড়ে ৯ হাজার থেকে ১০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ লাভ করবেন।

এদিকে সারাদেশে সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোতে উন্নয়ন প্রকল্প খাতে আরও ৬ হাজার নতুন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবে। আগামী আগস্ট মাসের মধ্যেই এই প্রকল্পাধীন সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য নির্ধারিত ছকে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোতে প্রায় ১৮শ' প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য গত ৭ জুন যে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার ফলাফল চলতি জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে।